S 7 Regionalbahn: প্রবাসী

- নারায়ণ দাস

আজ সকালটা যেন বসন্তকে ডেকে এনেছে। সূর্য তার সমস্ত শক্তি দিয়ে সকালটাকে সুন্দর করে তুলেছে। পাখিরা মনের আনন্দে সারা ভুবন ভরে দিয়েছে। বাগানের ফুলগুলো বাতাসে হেলে দুলে মাথা নাড়ছে। বলতে গেলে এর থেকে আর বসন্তের সুন্দর সকাল আর কোথায় পাবো। এই দিনই আমার এক বন্ধুর সঙ্গে ড্যুসেলডর্ফে দেখা করতে যাবো। অনেক দিন ওর সঙ্গে দেখা হয় নি। অনেক কথা জমে আছে বলার জন্য।

আমাদের শহরে মেন স্টেশন থেকে S7 চেপে ওর সঙ্গে দেখা করতে যাবো। যারা রোজ ট্রেনে যাতায়াত করেন, তারা জানেন যে জানালার ধারে দুটো করে বসার জায়গা থাকে। ট্রেন যে দিকে চলছে আমি সেদিকেই মুখ করে বসেছি। দেখতে দেখতে বসার জায়গা ভরে গেল। আমার উল্টো দিকে বসেছেন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। আমার বাঁদিকের জানালার পাশে বসেছেন বসেছেন এক ঠাকুমা তাঁর নাতিকে নিয়ে। নাতির বয়স হবে ৪-৫ বছর। বাচ্ছা ছেলেটা ঠাকুমাকে বড় বিরক্ত করছে। সে কখনো উঠে চলে যাচ্ছে, কখনো বা অন্য কম্পার্টমেন্টে চলে যাচ্ছে। ঠাকুমা অতিষ্ঠ হয়ে রয়েছেন। তিনি তখন থেকে বিরক্তি প্রকাশ করছেন। কিন্তু নাতি তার মত খেলে যাচ্ছে। আমার উল্টো দিকের লোকটি মাঝে মধ্যে দু-একটা কথা বলে ঠাকুমাকে সান্তনা দিচ্ছেন।

ট্রেনটা কিছুক্ষণ চলার পর দাঁড়িয়ে পড়ল - বোধহয় লাইন ক্লিয়ার নেই। আমি আর ঐ ভদ্রলোক অনেকক্ষণ ধরে বসে ঠাকুমার কাণ্ডকারখানা দেখছিলাম।

সত্যি কথা বলতে আজকালকার বাচ্ছারা কেমন মা-বাবার শিক্ষা পায়, ভগবান জানেন।

হঠাৎ ঐ বৃদ্ধ ভদ্রলোকের বেদম হাঁচি-কাশি শুরু হয়ে গেল। তিনি এমন ভাবে কাশতে শুরু করলেন, মনে হলো তাঁর ফুসফুস, নাড়িভুঁড়ি সব বেরিয়ে আসবে।

সেই অবস্থা দেখে আমি বললাম,

- আপনার বোধহয় ঠাণ্ডা লেগেছে।
- নাঃ, এটা সিগারেট খাওয়ার জন্য। আগে প্রায় ৩ প্যাকেট সিগারেট খেতাম রোজ। এখন ছেড়ে দিয়েছি।
- আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, আপনারও আর সেদিন নেই, মনে হচ্ছে বেশ বয়স হয়েছে।
- হ্যাঁ, আমার বেশ বয়স হয়েছে। ১০২ বছর।
- আপনি এই বয়সে একা বেড়াতে বেরিয়েছেন!
- আমি সাধারণত একা বেরোই না। তবে আমার একটা বিশেষ জরুরী কাজ আছে। আমি আমাদের Klassentreffen এ যাচ্ছি।

Klassentreffen! কথাটা শুনে একটু অবাক হয়ে গেলাম। এই বয়সে আবার কিসের Klassentreffen!

- তা আপনার Klassentreffen এ ক'জনই বা এখন আসেন?
- আপনি ঠিকই বলেছেন। গত দু'বছর আমি একাই ছিলাম।

কথাটা শুনে আমি জোরে হেসে ফেললাম। ভাবলাম, ভদ্রলোক আমার হাসি শুনে রাগ করবেন। কিন্তু দেখলাম, তিনিও বেশ জোরে হাসতে শুরু করেছেন। এর মধ্যে ড্যুসেলডর্ফ স্টেশন এসে গেছে। ‘‘ভগবান আপনার মঙ্গল করুন’’ - বলে আমি নেমে পড়লাম।